গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা

শিল্প মন্ত্রণালয়

ঢাকা

# সূচিপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অধ্যায়-১ | ভূমিকা | ১ |
| অধ্যায়-২ | সংজ্ঞা | ২ |
| অধ্যায়-৩ | উদ্দেশ্য | ২ |
| অধ্যায়-৪ | কৌশল | ৩ |
| অধ্যায়-৫ | দক্ষতা উন্নয়ন | ৪ |
| অধ্যায়-৬ | সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়ক ভূমিকা | ৫ |
| অধ্যায়-৭ | প্রণোদনা | ৬ |
| অধ্যায়-৮ | রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম | ৭ |
| অধ্যায়-৯ | পরিশিষ্ট-১: জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প সমন্বয় পরিষদ | ৮ |
| অধ্যায়-১০ | পরিশিষ্ট-২: বাস্তবায়ন পরিষদ | ৯ |
| অধ্যায়-১১ | পরিশিষ্ট-৩: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য | ১০ |

# ভূমিকা

দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ দেশের জনগণের একটি বড় অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষি জমির স্বল্পতার কারণে এইখাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। গ্রামাঞ্চলে এবং শহর এলাকায় অকৃষি খাতের মধ্যে হস্ত ও কারুশিল্পকে কর্মসংস্থান ও এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ নারী যাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করার উপর দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল।

স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি হস্ত ও কারুশিল্পজাত বিভিন্ন পণ্য বিদেশেও রপ্তানি করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বল্প পুঁজি নির্ভর এ সব শিল্পে বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতির তেমন প্রয়োজন হয় না বিধায় পণ্য উৎপাদনে খরচ কম। ফলে এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যে মুনাফা বেশী। বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্প এ দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে বলে এ শিল্পখাত আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্যে জাতীয় কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ থাকায় দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এ খাতকে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশ্ব বাজারের চাহিদানুযায়ী মানসম্পন্ন কারুপণ্য উৎপাদন এবং এ শিল্পে বৈচিত্রতা আনা জরুরি। বাংলাদেশের হস্ত ও কারু শিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি এবং হস্ত ও কারুশিল্পে সম্পৃক্তদের জীবনযাত্রার শৈল্পিক উপস্থাপন পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০-এ ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে পৃথক নীতি-কৌশল বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। হস্ত ও কারুশিল্পকে কোন বিনিয়োগ সীমা বা নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা দ্বারা শ্রেণিভুক্ত করা যায় না বিধায় এ শিল্পের উন্নয়নে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। অতএব, সার্বিক বিবেচনায় হস্ত ও কারুশিল্পকে একটি সুসংগঠিত উন্নয়ন খাত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার হস্ত ও কারু শিল্প নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।



**অধ্যায়-০২**

## সংজ্ঞা

হস্ত ও কারুশিল্পঃ কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদন করে।

## অধ্যায়-০৩

## উদ্দেশ্য

২.১ এ খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান।

২.২ এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

২.৩ এ শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৪ রপ্তানি আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানি বাজারে এ খাতের দ্রুত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা আনয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী নিত্যনতুন ও মানসম্মত পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

২.৫ জাতীয় আয়ে হস্ত ও কারু শিল্পের অবদান নির্ণয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৬ পশ্চাদপদ নারী ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত রোধকরণ।

২.৭ উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ এবং পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage) শিল্প স্থাপন।

২.৮ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও গৌরবমন্ডিত হস্ত ও কারুশিল্পকে পুনরুদীপ্তকরণ।

২.৯ পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

২.১০ দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবমন্ডিত হস্ত, কারু ও তাঁতজাত শিল্প পণ্যের দেশজ ও ঐতিহ্যগত মেধা বা জ্ঞান সংরক্ষণে ভৌগলিক নির্দেশক (Geographical Indication) আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে নিবন্ধিতকরণ।

# অধ্যায়-০৪

## কৌশল

৪.১ সমগ্র দেশের কারুপণ্যের মানচিত্র (Crafts Mapping) প্রণয়ন করা হবে।

৪.২ সমগ্র দেশের হস্ত ও কারু শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে হস্ত ও কারু পণ্য এবং কারুশিল্পীর একটি ডেটা-বেইজ প্রণয়ন করা হবে।

৪.৩ পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের সুবিধার্থে পণ্যভিত্তিক এলাকায় কারুপল্লি গড়ে তোলা হবে।

৪.৪ দেশের বিদ্যমান এবং একইসাথে লুপ্ত প্রায় কারুপল্লিগুলো চিহ্নিত করে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি এবং এসব পল্লীর উন্নয়ন এবং পুনরুজ্জীবনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.৫ বিলুপ্ত অথবা প্রায় লুপ্ত এবং বর্তমানের উপকরণ নির্ভর যৌগ ও মৌলিক সকল কারুশিল্পের নমুনা ও তথ্য, প্রয়োজনে বর্ণনামুখি নকশা ইত্যাদি সকল প্রকার তথ্যাদির ডিজিটাইজড্ আর্কাইভ তৈরি করা হবে যা পরবর্তী সময়ে গবেষণা ও কারুশিল্প বিষয়ক নতুন উদ্ভাবনার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

৪.৬ কৃষির পাশাপাশি অথবা অকৃষি মৌসুমে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উৎপাদনে অধিক হারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৭ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নে এবং কারুশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

৪.৮ কারুপণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ও নৃ গোষ্ঠী জনবলের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.৯ এ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নতমানের ও যুগোপযোগী নকশা-নমুনা সরবরাহ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা হবে।

৪.১০ দেশিয় ও বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের জন্য হস্ত ও কারুশিল্পে নিয়োজিত কারু শিল্পীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.১১ হস্ত ও কারু শিল্পের ব্যবসা প্রসারের জন্য অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ (Forward and backward linkage) স্থাপন করা হবে।

৪.১২ পণ্যের নকশা ও নমুনা উন্নয়ন, পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, পরীক্ষণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কারখানা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ এবং প্যাকেজিং বিষয়ে হস্ত ও কারুশিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৪.১৩ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের নকশা ও নমুনা, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) খাতে সরকারি বিনিয়োগের সাথে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

৪.১৪ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহের হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের ভোক্তা শ্রেণির রুচি ও চাহিদা বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভে কারুশিল্পীদের সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.১৫ বিদেশে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের চাহিদা এবং সঠিক মূল্য সম্পর্কে রপ্তানিকারকদের হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.১৬ বিভিন্ন দেশে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ শুল্ক/অশুল্ক সুবিধা অর্জনের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৪.১৭ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য বহির্বিশ্বে পরিচিতির উদ্যোগ নেয়া হবে। মিশনসমূহে বাংলাদেশি হস্ত ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী স্টল স্থাপন ও হালনাগাদ হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রির ক্যাটালগ, পুস্তিকা ও লিফলেট রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর উক্ত প্রকাশনাগুলো আপডেট করা হবে।

৪.১৮ জাতীয় আয়ে হস্ত ও কারু শিল্পের অবদান নির্ণয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# অধ্যায়-০৫

## দক্ষতা উন্নয়ন

৫.১ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে স্থান করে নেয়ার লক্ষ্যে দেশে দক্ষ, সৃজনশীল, সক্ষম ও উদ্যোমী হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী শ্রেণি গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.২ গোষ্ঠিভিত্তিক এবং পরিবারভিত্তিক কারুশিল্পীদের তাদের নিজস্ব পেশায় আগ্রহী এবং স্থিতিশীল হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি করা হবে।

৫.৩ বংশপরম্পরায় লব্ধ জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কারুশিল্পী শিক্ষানবিশ তৈরি করার জন্য দেশে এবং বিদেশে বৃত্তিমূলক একাডেমিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৪ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্যের নকশা ও নমুনা তৈরির লক্ষ্যে সরকারিভাবে একটি 'জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উন্নয়ন ও নক্সা প্রণয়ন কেন্দ্র' (National Handicrafts Product Development and Design Centre) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে; ক) হস্ত ও কারু পণ্যভিত্তিক উন্নয়ন গবেষণা; খ) নকশা প্রণয়নে শিক্ষা; গ) নকশা উন্নয়ন; ঘ) নকশা সম্পদ সংগ্রহ ও কারিগরি বিন্যাস ও প্যাকেজ ডিজাইন।

৫.৫ বিসিক নকশা কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫.৬ বিশ্ব বাজারের চাহিদার আলোকে দেশি-বিদেশি পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় হস্ত ও কারু পণ্যের নতুন নকশা, রং ইত্যাদি মানসম্মতভাবে তৈরির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৫.৭ বিশ্ব বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠির রুচি, ধর্ম, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.৮ হস্ত ও কারুশিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন, পণ্যের মানদন্ডসমূহের প্রতিপালন, ব্যবসা কার্যক্রম ও ব্যবসা পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫.৯ দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যমান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএসটিআইসহ দেশে বিদ্যমান অন্যান্য মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক মান প্রমিতকরণ সংস্থা (ISO)'র সার্টিফিকেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.১০ হস্ত ও কারুশিল্প খাতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (বিআইএম), বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৫.১১ বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) ও নকশা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ট্রেডবডিসমূহের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় হস্ত ও কারু শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ট্রেডের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.১২ দেশিয় বাজারে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের প্রতি ভোক্তার সচেতন মানসিকতা তৈরি করার জন্য সকল প্রকার প্রচারমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সার্বিকভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে দেশজ পণ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৫.১৩ হস্ত ও কারুশিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার জন্য সকল প্রশিক্ষণে Information and Communication Technology (ICT) কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

## অধ্যায়-০৬

# সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়ক ভূমিকা

৬.১ হস্ত ও কারুশিল্পের বিকাশে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যথাযথ সহায়তা প্রদান করবে।

৬.২ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) হস্ত ও কারুশিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority) হিসেবে কাজ করবে।

৬.৩ নিজস্ব আঙ্গিনায়/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে হস্ত ও কারুশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় বিসিক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রদান করবে।

৬.৪ বিসিক তার শিল্পনগরীতে হস্ত ও কারুশিল্পের জন্য শিল্প প্লট বরাদ্দ করবে।

৬.৫ দেশে বিদ্যমান ও লুপ্তপ্রায় কারুপল্লীসমূহের উন্নয়নে সরকারিভাবে অথবা এ শিল্পের সাথে জড়িত স্বীকৃত ট্রেডবডিসমূহের সম্পৃক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিসিক, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিশেষ অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৬ পণ্যমান উন্নয়ন ও এর উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যকে প্রতিযোগিতাক্ষম করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

৬.৭ হস্ত ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ওই খাতের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারী করবে।

৬.৮ হস্ত ও কারুশিল্পে নিয়োজিত নারীদের বিনা জামানতে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারী করবে।

৬.৯ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাংলাদেশ মিশনসমূহ বহির্বিশ্বে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং বিদেশে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য মেলায় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান করবে।

৬.১০ পর্যটকদের আকর্ষণ করা ও এ খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে (সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে) শো-রুম গড়ে তোলা, উক্ত শো-রুমগুলোতে গুণগত মানসম্মত হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যসমূহের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.১১ দেশিয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পরিচায়ক হস্ত ও কারু শিল্প সংরক্ষণে ঢাকায় একটি স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং দেশিয় সকল হস্ত ও কারু পণ্যের বিক্রির লক্ষ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে কারু হাট স্থাপন করা হবে।

৬.১২ অঞ্চলভিত্তিক কারুপল্লীগুলোতে ‘‘হস্ত, কারু ও তাঁতজাত শিল্পের স্থায়ী গ্যালারি” স্থাপন করে সারা বছর ধরে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে কর্মরত কারুশিল্পীদের (Artisan at work) মেলা আয়োজন করে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশের ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার নিয়মিত প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

৬.১৩ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ বিমান বিদেশি পর্যটকদের নিকট বাংলাদেশি হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের প্রচারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের কারুপল্লী ও অঞ্চলগুলোর সাথে পর্যটকদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানে ভূমিকা রাখবে।

৬.১৪ বিসিকের সহায়তায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুপল্লীভিত্তিক সহায়ক কেন্দ্র (Common Facilitation Centre) এবং বাণিজ্য সহায়ক কেন্দ্র (Trade Facilitation Centre) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৬.১৫ দেশিয় হস্ত ও কারুশিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক জাতীয়ভিত্তিক জরীপ পরিচালনা করে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে ডেটাবেইজ প্রণয়ন করা হবে।

৬.১৬ পণ্যের মান উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশি কারিগরি পরামর্শ ও সেবা এবং প্রযুক্তি গ্রহণে বিসিক ও বিটাক সরকারি অর্থায়নে এবং উন্নয়ন সহযোগী সাহায্যপুষ্ট বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করবে।

৬.১৭ স্কুল পর্যায়ে সৃজনশীল হস্ত ও কারুশিল্পজাত কর্মের মৌলিক ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬.১৮ এ শিল্প খাতের নীতি বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ট্রেডবডির প্রতিনিধির সমন্বয়ে “জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প সমন্বয় পরিষদ” (পরিশিষ্ট-১) গঠন করা হবে। এই কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিসিকের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি “বাস্তবায়ন পরিষদ” গঠন করা হবে (পরিশিষ্ট-২)।

# অধ্যায়-০৭

# প্রণোদনা

## ৭.১ রাজস্ব প্রণোদনা

৭.১.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি নীতিতে দেশিয় হস্ত ও কারুশিল্পের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণে এবং রপ্তানি নীতিতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.১.২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হস্ত ও কারুশিল্প খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করবে।

৭.১.৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে সকল কাঁচামাল দেশে সহজলভ্য বা পর্যাপ্ত নয় সে সকল কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭.১.৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যকে মূল্য সংযোজন কর ও রপ্তানি মূল্যের উপর উৎস কর থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে।

৭.১.৫ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশিয় বস্ত্র খাত ও পোশাক শিল্পের মত ডিউটি-ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে। এ সহায়তার হার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সময়ে সময়ে নির্ধারণ করবে।

## ৭.২ আর্থিক প্রণোদনা

৭.২.১ পুনঃ অর্থায়ন তহবিল (Refinancing Scheme) প্রবর্তনের মাধ্যমে হস্ত ও কারুশিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় গ্রেস পিরিয়ডসহ নমনীয় শর্তে মেয়াদী ও চলতি ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭.২.২ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক পণ্যভিত্তিক মেলা ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি তহবিল সহায়তার ব্যবস্থা রাখা হবে।

৭.২.৩ আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের মান স্বল্প মূল্যে পরীক্ষা করার জন্য টেস্টিং সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.২.৪ নতুন নতুন এলাকায় কারুপল্লী গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সে লক্ষ্যে কারুশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আয়োজনের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা/বৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হবে।

৭.২.৫ কারুশিল্পীদের জন্য ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিপত্র জারী করা হবে।

৭.২.৬ হস্ত ও কারুশিল্প খাতকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত (Thrust Sector) হিসেবে ঘোষণা এবং বিশেষ প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৭.২.৭ আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো নারীবান্ধব ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা শিল্প ঋণ, রপ্তানি ঋণ, ইকুইটি ক্যাপিটাল, চলতি মূলধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হস্ত ও কারুশিল্পে নারী উদ্যোক্তাদের প্রবেশ নিশ্চিত করবে।

৭.২.৮ হস্ত ও কারুশিল্পীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য 'হস্ত ও কারুশিল্পী জীবন-বীমা প্রথা' এবং বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 'কর্পোরোট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি' কার্যক্রমে তাদের শিল্প ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

## ৭.৩ বিপণন প্রণোদনা

৭.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নৃগোষ্ঠীর হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এবং বিপণনে সাহায্য ও সহযোগিতা করা হবে।

৭.৩.২ রাজধানী ঢাকাসহ প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে সকল অঞ্চলের কারুপণ্য সমারোহে জাতীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৭.৩.৩ কারুশিল্পীদের পণ্য বিপণনে সহায়তার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'ভার্চুয়াল শপ' স্থাপন করা হবে।

## ৭.৪ অন্যান্য প্রণোদনা

৭.৪.১ প্রতি বছরের ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্মদিনকে ''জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প দিবস'' (National Crafts Day) ঘোষণা এবং প্রতি বছর ঐ দিন এ শিল্পে নিয়োজিত কারুশিল্পীদের ''জাতীয় শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার'' প্রদান করা হবে।

৭.৪.২ ভৌগোলিক নির্দেশকভুক্ত হস্ত ও কারু শিল্প পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

## অধ্যায়-০৮

# রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম

৮.১ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের সহায়তায় সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৮.২ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও তাৎক্ষণিক বিক্রয় আদেশ গ্রহণ, রপ্তানির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এ শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে অর্জিত বহুমুখী উৎকর্ষ, উপযোগিতা ও চাহিদা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক ও উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৮.৩ বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে এবং দেশের আন্তর্জাতিক মানের হোটেলসমূহে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য প্রদর্শনের সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

৮.৪ বিদেশে দ্রুত বাজার সম্প্রসারণে Aggressive Market Development Programme তৈরি করা হবে। হস্ত ও কারুশিল্পপণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে জোর দেয়া হবে।

৮.৫ দেশের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি সহজীকরণে পণ্যের Specific HS (Harmonized System) Classification প্রণয়নে পদক্ষেপ নেয়া হবে। পণ্য নির্বিশেষে এ খাতের রপ্তানি আয় সঠিকভাবে প্রদর্শিত হতে হবে।

৮.৬ হস্ত ও কারুশিল্পপণ্য সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ট্রেডবডিকে উৎস দেশ (Country of Origin) প্রত্যয়নের ক্ষমতা দেয়া হবে।

৮.৭ উন্নত দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য দেশের মত হস্ত ও কারুশিল্পপণ্য রপ্তানিতে প্রাধিকারভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা (Preferential Treatment) লাভের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.৮ হস্ত ও কারুশিল্প রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য Export Credit Guarantee Scheme এবং Export Promotion Fund প্রবর্তন করা হবে।

৮.৯ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের Health, Environmental, Social Compliance and Conformity Regulation বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেয়া হবে।

৮.১০ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত পেশাজীবি নকশাবিদদের (Professional Designer) বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.১১ High End Products উৎপাদনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৮.১২ হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য রপ্তানিকারকদের সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ট্রেডবডিসমূহকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রকাশনা ও জার্নাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও উক্ত খাতে উদ্যোক্তাদের তথ্যসেবা প্রদানের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সেল স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে।

৮.১৩ হস্ত ও কারুশিল্প রপ্তানিকারকদের ই-বাণিজ্যিক সক্ষমতা (e-Commerce competence) বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.১৪ প্রতি বছর প্রধান প্রধান হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারকগণকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (Commercially Important Person - CIP) ঘোষণা করা হবে।

## অধ্যায়-০৯

# জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প সমন্বয় পরিষদ

০৯.১ হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য "হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা জাতীয় সমন্বয় পরিষদ" নামে একটি পরিষদ থাকবে। যার আহবায়ক হবেন শিল্পমন্ত্রী। এ পরিষদ নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হলো:

| | | |
|---|---|---|
| ০১। | সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০২। | সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৩। | চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | সদস্য |
| ০৪। | সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৫। | সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৬। | সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৭। | সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৮। | সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ০৯। | সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১০। | সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১১। | সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১২। | সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৩। | অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও অডিট), শিল্প মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১৪। | ডীন, চারু ও কারু কলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ১৫। | চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন | সদস্য |
| ১৬। | চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন | সদস্য |
| ১৭। | চেয়ারম্যান, এসএমই ফাউন্ডেশন | সদস্য |
| ১৮। | বিভাগীয় প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন | সদস্য |
| ১৯। | বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| ২০। | বিনিয়োগ বোর্ডের উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| ২১। | সভাপতি, এফবিসিসিআই | সদস্য |
| ২২। | সভাপতি, নাসিব | সদস্য |
| ২৩। | সভাপতি, উইমেন অনট্রাপ্রানার্স এসোসিয়েশন | সদস্য |
| ২৪। | সভাপতি, বাংলাক্রাফট | সদস্য |
| ২৫। | সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ | সদস্য |
| ২৬। | সরকার কর্তৃক মনোনীত হস্ত ও কারুশিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন) | সদস্য |
| ২৭। | যুগ্ম-সচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয় | সদস্য-সচিব |

**কমিটির কার্যপরিধি**

০৯.২ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদ হস্ত ও কারুশিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে।

০৯.৩ কমিটিতে প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

# অধ্যায়-১০

## বাস্তবায়ন পরিষদ

১০.১ জাতীয় সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে নীতিমালা "বাস্তবায়ন পরিষদ" গঠন করা হলো:

| | | |
|---|---|---|
| ০১। | চেয়ারম্যান, বিসিক | সভাপতি |
| ০২। | সদস্য, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো | সদস্য |
| ০৩। | সদস্য, পর্যটন করপোরেশন | সদস্য |
| ০৪। | সদস্য, ট্যারিফ কমিশন | সদস্য |
| ০৫। | সদস্য, তাঁত বোর্ড | সদস্য |
| ০৬। | পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | সদস্য |
| ০৭। | পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | সদস্য |
| ০৮। | ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন | সদস্য |
| ০৯। | বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| ১০। | বিনিয়োগ বোর্ডের উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| ১১। | চারু ও কারু কলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিনিধি | সদস্য |
| ১২। | সভাপতি, এফবিসিসিআই | সদস্য |
| ১৩। | সভাপতি, বাংলাক্রাফট | সদস্য |
| ১৪। | সভাপতি, নাসিব | সদস্য |
| ১৫। | সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ | সদস্য |
| ১৬। | সভাপতি, উইমেন অনট্রাপ্রানার্স এসোসিয়েশন | সদস্য |
| ১৭। | বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন | সদস্য |
| ১৮। | সরকার কর্তৃক মনোনীত হস্ত ও কারুশিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন) | সদস্য |
| ১৯। | পরিচালক (বিপণন), বিসিক | সদস্য-সচিব |

**১০.২ কমিটির কার্যপরিধি**

১০.২.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

১০.২.২ জাতীয় সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১০.২.৩ হস্ত ও কারুশিল্প খাতের উন্নয়নে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করে জাতীয় সমন্বয় পরিষদের নিকট পেশ করবে।

১০.২.৪ আমদানি ও রপ্তানি নীতি, শিল্পনীতি এবং জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

১০.২.৫ বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনার বিষয়ে বাস্তবায়ন পরিষদ জাতীয় সমন্বয় পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

১০.২.৬ হস্ত ও কারুশিল্প খাতের সেবা সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

১০.২.৭ কমিটিতে প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

# অধ্যায়-১১

## বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য

১১.১ তাঁতজাত পণ্য যেমনঃ বেনারসি শাড়ি, জামদানি শাড়ি, টাঙ্গাইল শাড়ি, সিল্কশাড়ি (রাঙ্গামাটি/চাকমা), মণিপুরী বস্ত্র, অন্যান্য তাঁত বস্ত্র ইত্যাদি।

১১.২ বস্ত্রজাত পণ্য যেমনঃ নকশি কাঁথা, ব্যাগ, বেড কভার, কুশন কভার, গহনার বাক্স, ওয়াল ম্যাট, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বস্ত্র ও বিভিন্ন কারুশিল্প সামগ্রি, পাঞ্জাবি, টুপি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টের তৈরি ব্যবহার্য বস্ত্র, সুঁচিশিল্প ইত্যাদি।

১১.৩ চামড়াজাত পণ্য যেমনঃ নকশি ব্যাগ, মানি ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, পার্স, বেল্ট, পোশাক, টুপি, চাবির রিং, পেন্সিল হোল্ডার, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, ডেকোরেশন পিস, জুয়েলারি বক্স, ফটোফ্রেম, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদি)।

১১.৪ কাঠজাত পণ্য যেমনঃ গৃহস্থালি সামগ্রি, ফুলদানি, ট্রে, ফটো ফ্রেম, ছাইদানি, শো-পিস, পেন্সিল হোল্ডার, ভাস্কর্য, শোকেইস্, ফ্যান্সি আসবাবপত্র, জুয়েলারি বক্স, আয়নার ফ্রেম ইত্যাদি।

১১.৫ বাঁশজাত পণ্য যেমনঃ ঝুড়ি, বাঁশি, ফুলদানি, খেলনা, লাইট শেড, ফলস্ পাটিশন, সোফা সেট, শোকেইস, বিভিন্ন প্রকার শো-পিস, ঝাড়বাতি, ছাইদানি, ট্রে, বাস্কেট, টেবিল ম্যাট, ট্রে ইত্যাদি।

১১.৬ বেতজাত পণ্য যেমনঃ মোড়া, চেয়ার, টেবিল, বেতের আসবাবপত্র, বেতের ঝুড়ি, দোলনা, সোফা, খাট, বুক-সেল্ফ, টেবিল ম্যাট, ফটো ফ্রেম, টেবিল ল্যাম্প, লাইট শেড, বিভিন্ন ধরনের ট্রে ইত্যাদি।

১১.৭ মৃৎ শিল্প যেমনঃ গৃহস্থলী সামগ্রি, শো-পিস, মাটির খেলনা, ফুলদানি, ফুলের টব, ছাইদানি, পেন্সিল হোল্ডার, ভাস্কর্য'র ঝাড়বাতি, লাইট শেড, মাটির অলংকার, ওয়ালমেট, মুড়াল চিত্রকলা, টেরাকোটা মাটির তৈরি পুতুল, খেলনা, ঝুলন্ত শো-পিস, বিভিন্ন ধরনের প্রাণির মূর্তি ইত্যাদি।

১১.৮ মোমজাত পণ্য যেমনঃ জন্মদিনের মোমবাতি, মোমের পুতুল, শো-পিস, বিভিন্ন প্রাণির অবয়ব ইত্যাদি।

১১.৯ পাটজাত পণ্য যেমনঃ চট, ব্যাগ, ওয়াল ম্যাট, কার্পেট, পাপোশ, ঝুড়ি, ছিকা, স্যান্ডেল, শতরঞ্জি, মিক্সড আইটেম (যেমন: পাট-চামড়ার ঝুড়ি, ব্যাগ, স্যান্ডেল, জুতা, লেডিস পার্স) শপিং ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, পুরুষদের সাইড ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, টিফিন ব্যাগ, ক্রিসমাস ব্যাগ, ড্র স্ট্রিং ব্যাগ, ওয়াইন ব্যাগ, নার্সারি ব্যাগ, নার্সারি পট, নার্সারি শীট, বারলাপ টেপ, জুট টেপ, জুট রিবন, জুট নেট, স্পাইরাল টিউব, স্পাইরাল ব্যাগ, ডাইড জুট ফেব্রিকস, ফ্রেইড বারলাপ, টেবিল টপার, কেমো বারলাপ, ওয়্যার বল, প্লেস মেট, টেবিল রানার, বারলাপ লিফ জুটের হ্যান্ড কার্পেট, ট্যাপেস্ট্রি, টেবিল ম্যাট, পাপোশ, হ্যামোক ইত্যাদি।

১১.১০ ঝিনুক শিল্প যেমনঃ গলার মালা, কানের দুল, হাতের বালা, চুড়ি, ঝাড়বাতি, শো-পিস, টেবিল ল্যাম্প, জুয়েলারি বক্স, সাইড টেবিল, উড ইনলে (মিশ্র মাধ্যম) ইত্যাদি।

১১.১১ ধাতব শিল্প যেমনঃ তৈজষপত্র, কাঁশা ও পিতলের বিভিন্ন প্রাণি, পাত্র, বোতাম, দরজা ও বিভিন্ন আসবাবপত্র, বিভিন্ন কিচেন সামগ্রি, শো-পিস, পার্টিশন, ওয়াল ম্যাট, পেন হোল্ডার, বোতাম, উড ইনলে, স্টীলের খাট, আলমিরা ইত্যাদি।

১১.১২ পুতুল শিল্প যেমনঃ কাপড়, কাঠ, মাটি ও কাগজ ইত্যাদির তৈরি পুতুল।

১১.১৩ হ্যান্ড মেইড পেপার যেমনঃ হাতের তৈরি বোর্ড, শো-পিস, জন্ম দিন, নববর্ষ, দাওয়াতের কার্ড, ল্যাম্প শেড, মুখোশ, ওয়াল শো-পিস ইত্যাদি।

১১.১৪ অলংকার যেমনঃ সোনা ও রূপার চেইন, হাতের চুড়ি, গলার হাড়, নাক ফুল, পায়ের খাড়ু, বাজু, কোমড়ের বিছা, ঘড়ির চেইন, মাথার ক্লিপ, বোতাম এবং তামা, কাসা, পিতল, লোহা, শংখ, বাঁশ, মাটির অলংকার ইত্যাদি।

১১.১৫ আঁশ জাতীয় পণ্য যেমনঃ নারিকেলের ছোবড়ার শো-পিস, রশি ও নেট জাতীয় দ্রব্য, কয়ার নেট, কয়ার রোপ, নেস্ট (পাখির বাসা) পট, কয়ার পিট, তালের আঁশের টুপি, ঝুড়ি, মাদুর, ল্যাম্প শেড, টেবিল ম্যাট, ওয়াল ম্যাট, জায়নামাজ, শীতল পাটি ও এ জাতীয় পণ্য ইত্যাদি।

১১.১৬ পাতাজাতীয় পণ্য যেমনঃ হোগলাপাতা, তালপাতা, নলখাগড়া, কচুরিপানা, খেঁজুর পাতা ইত্যাদি

১১.১৭ শোলাজাত পণ্য যেমনঃ শো-পিস, প্রাণির অবয়ব, টুপি, মুকুট ইত্যাদি

১১.১৮ বিবিধঃ খয়ের, চুন, খেঁজুরের গুড়, জ্যাম, জেলি, মাশরুম, আচার, দুধের তৈরি মিষ্টি, নাড়ু, সূতার হাতপাখা, সূতার মাছ ধরার জাল, সূতার ব্যাগ ইত্যাদি।